যুগান্তর

তারিখ 05 SEP 2013
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

চাঁদপুরে সরকারিকরণ হচ্ছে শিক্ষার্থীবিহীন বিদ্যালয়!

ইকবাল চৌধুরী, চাঁদপুর থেকে

চাঁদপুরের মতিনগরে ছাত্র-ছাত্রীবিহীন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করা হচ্ছে। অথচ প্রায় ২০ বছরের পুরনো ঠিকানা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে সরকারিকরণ করা হচ্ছে না। এতে চরমভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে এলাকার সুধীজনের মানুষ। বিষয়টি এখনই সমাধানের ব্যবস্থা না নিলে যে যেকোনো মুহূর্তে বড় ধরনের অনাস্থার সৃষ্টি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জানা যায়, ২০০৩ সালের মার্চ মাসে চালু হয়েছে ঠিকানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ে এখনো কোনো ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়নি। অবশ্য ছাত্র-ছাত্রীবিহীন বিদ্যালয়ে ৩ জন শিক্ষক দিনরাত্রী বিদ্যালয় পাহারা দিয়ে বাড়ি ফিরছেন। প্রায় মাস শেষে বেতন পাচ্ছেন। অপরদিকে ১৯৯৩ সালে স্থানীয় জনের একটি এনজিও ঠিকানা গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে। ওই এনজিওর প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে স্থানীয়দের উদ্যোগে ১৯৯৭ সালে বিদ্যালয়টির কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয় এবং এর নামকরণ করা হয় ঠিকানা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২০০২ সালে ওই বিদ্যালয়টি অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভ করে। এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে বিদ্যালয়টি চালু হয়েছে। বিদ্যালয়টিতে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বর্তমানে ২২০ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন ৫ জন। গত বছর ওই বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ১৪ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে ২ জন জিপিএ-৫সহ শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে। তবে দীনবন্ধুতা ও অর্থসংকটের মধ্যেও বিদ্যালয়টি সরকারিকরণ হওয়ার আশায় দীর্ঘদিন শিক্ষকরা এই বিদ্যালয়ে শ্রম দিয়ে আসছেন বলে প্রধান শিক্ষক জানান। অবশ্য ওই গ্রামটিকে বিদ্যালয়বিহীন গ্রাম উল্লেখ করে চলতি বছরের ৯ মার্চ থেকে ঠিকানা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠের পাশেই মাত্র ৫০ গজ দূরে ঠিকানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়' নামে একটি নতুন বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ জন্য প্রায় সাড়ে ৫২ লাখ টাকা ব্যয়ে নতুন একটি ভবনও নির্মাণ করা হয়েছে। অন্য স্কুল থেকে এই নতুন স্কুলে ৩ জন সরকারি শিক্ষকও নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এলাকাবাসী এই স্কুলে তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাচ্ছেন না। তাই ঠিকানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী শূন্য। সারাদেশে বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১ হাজার ৫শ' প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় এই বিদ্যালয়টির ভবন নির্মিত হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, ভুয়া দলিল দাখিল করে ঠিকানা গাউছিয়া মোস্তফানিয়া ফেরদৌসিয়া বজাবাস এতিমখানা কর্তৃক সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে বিদ্যালয়টির ভবন নির্মিত হয়েছে। প্রায় ছাত্র-ছাত্রীবিহীন এ বিদ্যালয়টি সরকারিকরণের তদবিরায় রয়েছে। যা খুবই ঘৃণ্যকর। এ ব্যাপারে মতিনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মতিন উদ্দিন আহমেদ বলেন, ঠিকানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম এ বছরের এপ্রিল মাসে শুরু হয়েছে। কিন্তু কোনো ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি না হওয়ায় ক্লাস হচ্ছে না। অর্থাৎ বিদ্যালয়টিতে শ্রেণী কার্যক্রম নেই বলে স্বীকার করেছেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। অথচ গত ২৫ জুলাই মতিনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবদুল ইকবাল কর্তৃক স্বাক্ষরিত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসসহ প্রধানা দফতরে পাঠানো 'রেজিস্টার্ড/কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ে যাচাই-বাছাই কমিটির সভার কার্যবিবরণীতে বলা হয়েছে, ঠিকানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩ জন শিক্ষক নিয়ে শ্রেণী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কিন্তু ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পর্যন্ত স্বীকার করেছেন বিদ্যালয়টিতে শ্রেণী কার্যক্রম নেই। এলাকাবাসী ২০ বছরের পুরনো বিদ্যালয়টি সরকারিকরণের জোর দাবি জানিয়েছেন।

অথচ সরকারিকরণ হচ্ছে না ২০ বছরের পুরনো স্কুল